মৌলিক কর্মসূচি সমন্বয় সভা

তারিখঃ ১৩/০৪/২০১৭ ইং
স্থান ঃকক্সবাজার ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষন কেন্দ্র,কক্সবাজার।

সভাপতি ঃ তারিক সাঈদ হারুন -সহকারী পরিচালক -মৌলিক কর্মসূচী
সচিব ঃ মো: ফারুক হোসেন-আঞ্চলিক কর্মসূচি সমন্বয়কারী, চট্রগ্রাম অঞ্চল ।

অংশগ্রহণকারী ঃ সকল আরপিসি,মিজানুর রহমান পিসি-উজ্জিবিত,মো:ফজলুল হক পিসি-সমৃদ্ধি, আবদুর রহমান ফরিদ-প্রধান মৌলিক কর্মসূচি,মাহমুদুল হাসান দিদার-প্রধান মৌলিক কর্মসূচি,শওকত আলী টুটুল-সহকারী পরিচালক । সভার শুরুতে সভাপতি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমেই সকলের মতামতের ভিত্তিতে সভার আলোচ্য বিষয় সমুহ নির্ধারণ করা হয়। সভায় নিন্মোক্ত বিষয় গুলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম নং	আলোচ্য বিষয় সমূহ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ	বাস্তবায়ন কারী	তারিখ
০১	গতসভার কার্য্য বিবরনী পর্যালোচনা	সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাকার্যক্রম শুরু করেন। যে সকল শাখার লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অসমাপ্ত কাজ গুলোর সমাধানের প্রক্রিয়া নিয়ে সকলের মাঝে আলোচনা করা হয় ।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০২	এম এফ পর্যালোচনা	চরাঞ্চল ও ভোলা ঋনী % বৃদ্বি, চট্রগ্রামে বকেয়ার উদ্ধগতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয় ও আর্থিক বছরের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয় । এক এক করে কোর প্রগ্রামের অন্তভুক্ত সকল প্রেগ্রামের কর্মসুচী উপস্থাপন করা হয়,বিশেষ করে সমৃদ্ধি,উজ্জিবিত ও ক্ষুদ্র ঋন, এতে সমৃদ্ধি বর্তমানে যে বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করছে সে বিষয়ে টার্গেট অনুযায়ী সকলকে সেবার আওতায় আনার জন্য কর্মপরিকল্পনা করার উপর তাগিদ দেওয়া হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৩	Internal Audit Feedback	বর্তমানে সংস্থার অভ্যন্তরীন অডিট বিভাগের মাধ্যমে শাখা পরিদর্শনের ২০১৫ সাল এবং ২০১৬ ইং সালের প্রাপ্ত সমস্যা সমূহ পর্যলোচনা করা হয় । এতে দেখা যায় যে , ২০১৫ সালে মোট সংশ্লিষ্ট সহকর্মীর ৫৫ % প্রাপ্ত সমস্যার সাথে সরাসরি জড়িত কিন্তু ২০১৬ সালে কমে ৪৯% সহকর্মী জড়িত ।আবার ২০১৫ সালে ০৯ টি শাখায় কোন আত্তসাৎ পাওয়া যায়নি কিন্তু ২০১৬ সালে মাত্র ০৫ টি শাখায় আত্তসাৎ পাওয়া যায় নি । এখানে উল্লেখ্য যে ২০১৬ সালে যে সকল শাখার অর্থ-আত্তসাৎ প্রমানিত হয়েছে এর মধ্যে ১৯ টি শাখায় ১০০০ টাকার নিচে আত্তসাৎ রয়েছে । এক্ষেত্রে সকল সহকর্মীকে সঠিকভাবে লেনদেন যাছাই ও নিরীক্ষা করার জন্য বলা হল । অডিট ফিডব্যাগ মিটিংয়ের সময় কর্মীদের সাথে আত্তসাৎ এর টাকা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয় এজন্য প্রতিদিনের সমস্যা প্রতিদিন কর্মীদের সাথে আলোচনা করে কর্মীদের কোন প্রকার আপত্তি থাকলে তা সাথে সাথে প্রমানিত করতে হবে,বর্তমানে যে সমস্ত আত্তসাৎ গুলো প্রমানিত হয়েছে বেশীর ভাগ ভুল বশত হয়ে থাকে সেজন্য সকল কে লেনদেনকরনে আরো স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনয়ন করার জন্য বলা হল ।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৪	Policy Review	চলতি মাসে সংস্থার Operational Manual & Microfinance Manual Review করা হবে এজন্য কিছু বিষয়ে সংশোধনী ও যোজন বিয়োজন করার লক্ষে আলোচনা করা হয় এতে ক্ষুদ্রঋনের ঋন আবেদন পত্রে ও উদ্রোক্তা ঋনের পোফাইলে কিছু সংশোধনী নিয়ে আলোচনা করা	প্রধান কার্যালয়	এপ্রিল’১৭

		হয় এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তগৃহীত হয় ।		
০৫	Microfinance Package	বর্তমান সময়ে ক্ষুদ্রঋন কার্যক্রম পরিচালনাধীন বিভিন্ন সংস্থার প্যাকেজের সাথে কোস্ট ক্ষুদ্রঋনের প্যাকেজ সমূহ তুলনামূলক বিশ্লেষন করা হয় এবং বর্তমানে কোস্ট ক্ষুদ্রঋন পরিচালনার যে প্যাকেজ চলমান রয়েছে তা অব্যাহত থাকবে সভার সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় । তবে,মাসিক ঋন বিতরনের ব্যাপারে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ভবিষ্যতে কোন প্রকার পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে করা হবে এবং তা তখনই বাস্তবায়ন করা হবে ।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৬	Insurance Package	বর্তমানে সংস্থার প্রদত্ত যে কল্যান তহবিল সুনিদিষ্ট নীতিমালা রয়েছে তা ক্ষুদ্রঋন পরচালনাধীন বিভিন্ন সংস্থার সাথে বিশ্লেষন করা হয় এবং সর্বসম্মতি ক্রমে সঞ্চয়ী সদস্যদের বিগত দিনে মৃত্যুকালীন সময়ে অনুদানের টাকা প্রদান করা হয় নি এখন থেকে যে কোন ধরনের সদস্যকেই স্বামী/স্ত্রী মৃত্যুবরন করলেই দাফনকাপন বাবদ অনুদান হিসাবে ২০০০ দুই হাজার টাকা প্রদান করা হবে । এবং স্বামী/স্ত্রী যে কার ও প্যারালাইসিস,ক্যান্সার,মানসিক বিকার,অঙ্গাহানী হলে সংস্থা হতে কোন প্রকার অনুদান প্রদান করা যায় কিনা তা প্রস্তাবিত হয় তা পরবতীতে সম্ভব হলে জানানো হবে ।এবং শহর এলাকাগুলোতে ভাড়াটিয়া ভাসমান সদস্যদের ক্ষেত্রে স্বামী/স্ত্রী মারা গেলে মৃত্যু সনদের জন্য বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মখীন হয় এবং কল্যান তহবিলের সুবিধা প্রদানে বিঘ্নঘটে তাই এখন থেকে শহর এলাকাগুলোতে সরকারী কোন হাসপাতালের মৃত্যু সার্টিফিকেটের মাধ্যমেই কল্যান তহবিল প্রদান করা যাবে ।	তারিক সাঈদ হারুন	এপ্রিল’১৭
০৭	OTR	প্রতি মাসের শেষের দিকে দৈনিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে হাতে মাত্র ০১ দিন বা ০২ দিন সময় থাকা সত্বেও প্রায় ৪০ বা ৪২ লক্ষ্য টাকার মত চলতি খেলাপী রয়েছে যা খুবই আপত্তিজনক, যার কারণ হিসেবে বিএম/এএমের অব্যবস্থাপনা বিশেষ করে দেরী করে কর্মী অফিসে আসা,অগ্রিম ঋন ফরম বিএমের কাছে জমা না করা ও বিকেলে কর্মীরা ফিল্ড মুভমেন্ট না করাকেই দায়ী করা হয়,তাই কোন অবস্থাতেই সর্ব্বোর্চ ০২ টার পরে অফিসে আসা ও ০৩ টার পরে অফিসে না থাকা নিশ্চিত করার জন্য বলা হয়।	এএম আর,পি,সি	চলমান
০৮	Agrosar Member Target Achivement	বর্তমানে যে সকল সদস্য অগ্রসর ঋন গ্রহণ করবে তাদেরকে অবশ্যই প্রশিক্ষনের আওতায় আসতে হবে তারই অংশ হিসেবে এমসিএমএ বিএম দেরকে প্রাথমিক একটি ধারণা প্রদান করা হবে এছাড়া অগ্রসর প্রদানকৃত টার্গেট/অর্জনে সবাইকে আরো আন্তরিক হয়ে কাজ করতে বলা হয়। বর্তমানে শাখা প্রতি ০৩ কোটি টাকা ঋনস্থিতি অর্জন করতে হলে অবশ্যই অগ্রসর ঋনের প্রতি তৎপর হতে হবে । যে সকল শাখা গুলোর ঋনস্থিতি বেশী সে সকল শাখাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,অগ্রসর ঋনের মাধ্যমেই অর্জন সম্ভব হয়েছে আবার তুলনামূলক বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে,সঠিক খাতে চাহিদা অনুযাযী অগ্রসর ঋন প্রদান করা হলে জাগরন ঋনের চেয়ে অগ্রসর ঋনের বকেয়ার পরিমান খুবই কম এবং আদায়হার ভাল এজন্য সকলকে বিভিন্ন শাখায় অগ্রসর ঋনের প্রতি আরো বেশী তৎপর হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল ।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৯	Saving’s	বর্তমান সময়ে সংস্থার ঋনের নিরাপত্তা হিসাবে মাত্র ৩৩% সঞ্চয় রয়েছে । সঞ্চয় আদায় হার বৃদ্ধি করতে হবে । অনেক সময় দেখা যায় যে, ভাল	বিএম/এএম	চলমান

		ভাল সদস্যদের ক্ষত্রে ও হঠাৎ কিস্তি প্রদানে সমস্যা হয়ে যায় । এজন্য প্রতিটি ঋনের বিপরীতে কমপক্ষে ০৮ কিস্তির সমপরিমান সঞ্চয় জমা করতে পারলে তাহলে সদস্যদের সাময়িক সমস্যা সমাধান করা খুবই সহজ হয় । তাই ঋন বিতরনের সময় উল্লেখিত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং ঋন বিতরনের পরে কোন মতেই সঞ্চয় বিহীন কিস্তি আদায় কার যাবে না ।	আর,পি,সি	
১০	Automation	সংস্থার সকল শাখায় সাপ্তাহিক কালেকশন সীট সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে প্রতিটি শাখায় দৈনিক ভিত্তিতে এমআইএস এবং এফ আই এস পুষ্টিং নিশ্চিত হচ্ছে না,শাখায় যে সকল সমস্যা এখনও পর্য়ন্ত পরিলক্ষিত হয় তা সমাধানে দ্রত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে,যে সকল শাখায় ওয়াইফাই সংযোগ নেওয়া সম্ভব সেখানে সংযোগ নেওয়ার জন্য বলা হয়। সংস্থার কাজের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষে প্রাথমিক ভাবে সংস্থার জিন্নাগড়,নোয়াখালী সদর, ও কক্সবাজার সদর-০১ এ কর্মীদেরকে ট্যাপ প্রদান করা হয়েছে এর পরে সংস্থার সকল শাখায় ট্যাপ প্রদান করা হবে এজন্য সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীদের কে ল্যাপটপে কাজ করা শিখতে হবে এবং প্রত্যক কর্মী নিজেদের পুষ্টিং নিজেরাই দিতে হবে ।	বিএম/এএম/আরপিস দিদার ভাই তোহিদ ভাই	চলমান
১৩	সুফলন ঋন	প্রতি বছরের ন্যায় আসন্ন ঈদুল আযাহাকে সম্ভাব্য ৩১ আগষ্ট'২০১৭ কে সামনে রেখে ব্যবস্থাপনা গরু মোটাতাজাকরন কর্মসূচী গ্রহন করেরছে । সে লক্ষে সকলকে নিম্নেলিখিত বিষয়গুলো পরিচালনার জন্য অনুরোধ করা হল । ০১.প্রত্যক সমিতিতে গরুমোটাতাজাকরন কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করতে হবে।০২.৩০ এপ্রিল'২০১৭ ইং তারিখের মধ্যে ঋন বিতরন শেষ করতে হবে । ০৩.আগ্রহী সদস্যদের এ সময়ে অন্য কোন খাতে ঋন বিতরন না করে গরু মোটাতাজাকরন খাতে বিতরন করতে হবে ।০৪.ঋন বিতরনের পরে গরু ক্রয় নিশ্চিত করতে হবে এবং Beef Identify Card পূরন করে নির্দিষ্ট প্রফাইলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে । গরু মোটাতাজাকরন ঋন প্রদানের ক্ষেত্রে এবছর থেকে যারা নিয়মিত গরুর ব্যবসা করে, যাদের মিনি ফার্ম আছে এবং যারা একাধিক গরু ক্রয় করবে তাদের কে ২০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋন প্রদান করা যাবে । চলতি বছরে গরু মোটা তাজাকরন বাবদ ৫ কোটি টাকা শাখা ভিত্তিক প্রদান করা হয়েছে । মোট ৭২ টি শাখায় সমান হারে ঋন প্রদান করতে হবে । এবং মৌসুমী ঋন হিসাবে আলু,সয়াবিন,গরু মোটাতাজাকরন,সবজি,শুটকি,ফুল চাষ খাতে ঋন বিতরন কিভাবে করা যায় সে ব্যাপারে মোঃ মিজানুর রহমান পিসি-উজ্জিবিত কে পলিসি খসড়া করার জন্য বলা হল ।	মিজানুর রহমান	৩০ এপ্রিল'১৭
১৪	Fund Management	প্রতিটি শাখায় পূর্ব প্ল্যান করে ব্যাংক স্থিতি রাখতে হবে ,এক শাখায় বেশী অন্য শাখায় কম রাখা যাবে না এবং প্রধান কার্যালয় হতে যে কোন সময় টাকার প্রয়োজন হলে চাহিদা অনুযায়ী টাকা পাঠাতে হবে এতে করে প্রয়োজনে ঋন বিতরন বাদ দিয়ে হলে ও মাদার ঋন বাবদ শাখা হতে প্রধান কার্যালয়ে টাকা প্রেরন করতে হবে । শাখা পর্যায়ে বর্তমানে ২০০০ দুই হাজার টাকা হাতে নগদ রাখার অনুমতি থাকা সত্ত্বে ও বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন সময়ে অধিক হারে হাতে নগদ পাওয়া যায় এজন্য সংস্থার লেনদেনের স্বচ্ছতার লক্ষে ৫০০০ পাচঁ হাজার টাকা হাতে নগদ রাখার	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান

		প্রস্তাবনা হয় । এবং হাতে নগদ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার প্রদান করতে হবে এবং বর্তমানে পলিসি রিভিউ তে ও হাতে নগদের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করতে হবে ।		
১৫	কর্মী কল্যান তহবিল	সংস্থায় কর্মরত সকল সহকর্মীদের ভবিষ্যত চিন্তা করে ব্যবস্থাপনা যে কর্মী কল্যান তহবিল তৈরি করেছেন তা সঠিকভাবে করা নিশ্চিত করতে হবে । শাখা পরিদর্শনে দেখা যায় যে সিডিও পর্যায়ে বেশীরভাগ কর্মীই ৫০০ টাকা করে কল্যান তহবিল করেছেন । অদ্য সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে,এখন থেকে নতুন করে সিডিও পর্যায়ে ১০০০ এক হাজার টাকা করে কর্মী কল্যান তহবিল করতে হবে এর কমে করা যাবে না ।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১৬	Barisal New Region & New Branch CTG,Noakhali	সংস্থার কর্মীপরিকল্পনা অনুযাযী চলতি বছরের আগষ্ট মাস হতে বরিশাল ০৬ টি শাখা ,নোয়াখালী ০৩ টি ও চট্রগ্রামে ০৩ টি শাখা নতুন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।এজন্য নিজেদের মধ্যে থেকে সিডিও ও শাখা ব্যবস্থাপক তৈরি করতে হবে ।সভায় সকলের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয় যে চট্রগাম ও নোয়াখালী ০৬ টি শাখার জন্য নিজ নিজ অঞ্চল হতে কর্মীর যোগান দিবেন এবং বরিশালের ০৬ টি শাখার জন্য ভোলা ও চরাঞ্চল হতে কর্মীর যোগান নিশ্চিত করতে হবে ।	এএম, আরপিসি	চলমান
১৭	Core Humanitarian Standard(CHS)on Quality and Accountability	আগামী ১৯-২৪ আগষ্ট'২০১৭ ইং মাসে সুইজারল্যান্ড হতে একটি টিম কোস্ট ট্রাস্ট এর কার্যক্রম পরিদর্শনে আসবেন । এজন্য পরিদর্শনকালে আমাদের কার্যক্রমগুলোকে সহজ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায় সে লক্ষে সকলকে মাঠ পর্যায়ে নিম্নেলিখিত বিষয়াদিগুলো নিয়ে I আলোচনা করতে হবে । ০১.শাখা,উপজেলা,ও কেন্দ্রীয় জনসংগঠনের নির্বাচন নিশ্চিত করা ০২.জনসংগঠন কি,কেন সমিতি পর্যায়ে আলোচনা করতে হবে । ০৩.সদস্যর অধিকার বিষয়ে সমিতিতে আলোচনা করতে হবে ০৪.কাউন্টার ভেইলিং নিয়মিত করতে হবে । ০৫.সমিতি ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সমিতি মিটিংয়ের গুরুত্ব কি আলোচনা করতে হবে । উক্ত বিষয় সম্পর্কে শওকত আলী টুটুল ভাই ,সহকারী পরিচালক ও আব্দুর রহমান ফরিদ ভাই-হেড কোর অপারেশেন সদস্যও অধিকার বিষয়ে কখন কিভাবে তা বিস্তারিত আলোচনার সীট তৈরি করে মাঠে প্রদান করিবেন । উক্ত বিষয়গুলো আগামী মে-জুন'২০১৭ ইং মাসে প্রত্যেকটি সমিতিতে আলোচনা করতে হবে । এবং সকলকে আন্তরিক হয়ে কাজ গুলো করার অনুরোধ করা হল ।	সংশ্লিষ্ট সকল/ পরিচালক	চলমান
২২	বিবিধ	আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাই কে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষনা করেন।		

সভাপতি

তারিক সাঈদ হারুন

সহকারী পরিচালক
মৌলিক কর্মসূচী

সচিব

মোঃ ফারুক হোসেন

আঞ্চলিক কর্মসূচী সমন্বয়কারী
চট্রগ্রাম।